সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)
২২/২২ খিলজি রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RELI প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

অদ্য ডিসেম্বর ১৪, ২০২৩ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় এসডিএফ-এর প্রধান কার্যালয়ে এসডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RELI প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসডিএফ এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর মাননীয় চেয়ারপার্সন জনাব মো: আবদুস সামাদ, সিনিয়র সচিব (অব:), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সভাপতিত্ব করেন এসডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. অমিতাভ সরকার, সচিব (অব:), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সভায় অংশগ্রহণকারীগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে প্রদর্শিত হলো।

সভার শুরুতেই সভাপতি অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণকে স্বাগত শুভেচ্ছা জানিয়ে উপস্থিত সকলকে নিজ নিজ পরিচয় দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি জনাব কীর্তি নিশান চাকমা, সোশ্যাল স্পেশালিস্ট কে Sexual Exploitation & Abuse, Sexual Harassment বিষয়ে আলোচনা করার জন্য অনুরোধ করেন।

সভায় জনাব কীর্তি নিশান চাকমা বলেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশে মূলত মহিলারাই Sexual Abuse and Harassment এর ভুক্তভোগী। Physical Torture, Peer Pressure, Peer Propose যার মাধ্যমে মহিলারা অস্বচ্ছন্দ বোধ করলে বিষয়টি Sexual Abuse and Harassment এর অন্তর্ভুক্ত হবে। এ বিষয়ে এসডিএফ এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সম্যক জ্ঞান ও ধারণা থাকতে হবে। Sexual Abuse and Harassment এর ফলে ভুক্তভোগীর অনেকেই সামাজিক কলঙ্ক ও অভিযোগ করলে তাদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পারে এই ভয়ে অভিযোগ করতে আগ্রহী হন না। এসব বিষয়ে তিনি বেসিক মানবিক মূল্যবোধ ও আচরণ বিধি মেনে চলা আবশ্যক বলে মনে করেন। তার বক্তব্যে তিনি বলেন, দূর্ঘটনার শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের সান্তনা দেওয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে আইনি সহায়তা দেওয়া যেতে পারে। ভিকটিম যাতে সামাজিকভাবে হেনস্থায় না পড়ে তার জন্য বিষয়সমূহের গোপনীয়তা রক্ষা করা দরকার। এ বিষয়ে তিনি Survival Contract Approach এর কথা উল্লেখ করেন। পরিশেষে তিনি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিষয়ে সংবেদনশীল হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করেন। সভাপতি Sexual Exploitation & Abuse, Sexual Harassment বিষয়ক বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তার আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থিত সকলকে সতর্ক হয়ে কাজ করতে বলেন। এ সংক্রান্তে ইতোমধ্যে জারিকৃত পরিপত্রের অনুশাসন মাঠ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেনে চলতে নির্দেশনা প্রদান করেন।

এ পর্যায়ে সভাপতি, RELI প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনার জন্য সকল জেলা ব্যবস্থাপক - কে আহ্বান জানান। প্রথমে জেলা ব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাম তার উপস্থাপনায় সদস্য অন্তর্ভুক্তির হার, সঞ্চয়ের পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ ঋণ, IDF, RF, CWF এর প্রাপ্তি ও ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম জেলায় এ পর্যন্ত অফিস ঘর নির্মাণের জন্য মোট ৪৮টি গ্রাম সমিতির জমি ক্রয় করা হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম। এর কারণ হিসাবে তিনি জমির অধিক মূল্য, মালিকানা নিয়ে সমস্যাকেই দায়ী করেন। এ বিষয়ে এসডিএফ এর বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর মাননীয় চেয়ারপার্সন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর লিখিত আবেদন করতে বলেন এবং এসডিএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।

চাঁদপুর জেলা ব্যবস্থাপক বলেন, জমি ক্রয়ে মিউটেশন সমস্যা, অধিক মূল্য, জমির অপ্রাপ্যতার জন্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গ্রাম সমিতি অফিসের জন্য জমি ক্রয় করতে সমস্যা হচ্ছে। সোলার লাইট স্থাপনের বিষয়ে জেলা ব্যবস্থাপকের নিকট জানতে চাইলে বলেন চাঁদপুর জেলায় ৪৩টি সোলার লাইট রাস্তার মোড়ে এবং মসজিদের পাশে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে এলাকার পথচারীদের যাতায়াতে সুবিধা হচ্ছে। এ বিষয়ে মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় সোলার লাইট রাস্তার মোড়ে, মসজিদ ও মন্দিরের পাশে, বাজারে যেসব জায়গায় প্রকৃতপক্ষে লোকসমাগম হয় যেসব জায়গায় স্থাপনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমির মিউটেশন নিয়ে কোন সমস্যা থাকলে তাকে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, এসডিএফ যে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে তার সঠিক ডকুমেন্টেশন থাকা প্রয়োজন এবং সকল আইজিএ পরিদর্শন পূর্বক উদাহরণমূলক আইজিএ-এর উপর কেস স্টাডি তৈরি করতে হবে।

সভায় লক্ষ্মীপুর জেলা ব্যবস্থাপকের উপস্থাপনা শেষে মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় সদস্যদের ঋণ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি এই জেলায় জমি ক্রয়ে সমস্যা হওয়ার বিষয়ে বলেন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়ালে ১২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা আছে 'অকৃষি কাজে কৃষি জমি ক্রয় করা যাবে না'। এ কারণে অফিস ভবনের জন্য জমি ক্রয় করতে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এসডিএফ-এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত জমিসমূহ কোন অকৃষি কাজে ব্যবহার হচ্ছে না তা ভূমি অফিসের সাথে আলোচনায় উপস্থাপন করতে হবে। তিনি আরো বলেন, খাস জমি সরকারের কাছ হতে ক্রয় করা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। এতে প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। খাস জমি ক্রয় করার বিষয়ে সকল আরডিগণও অনাগ্রহ পোষণ করেন। প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, তার কাছে প্রশিক্ষণ বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে কিছু বিল ও পরিকল্পনা এসেছে যা অনেক আগের। তিনি এ বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, প্রশিক্ষণ শুরুর ১৫ দিন আগে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় কুমিল্লা অঞ্চলের সার্বিক অগ্রগতির বিষয়ে আঞ্চলিক পরিচালকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়াও, তিনি কুমিল্লা অঞ্চলসহ বিভিন্ন অঞ্চলে সঠিক সময়ে জনবল নিয়োগ প্রদান করতে না পারার জন্য হিউম্যান রিসোর্স ডিপার্টমেন্টের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শূণ্য পদের বিপরীতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা বা পদায়ন বা নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

রংপুর জেলা ব্যবস্থাপক তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, রংপুর জেলায় ১০০টি গ্রাম সমিতির মধ্যে ৯৪টি গ্রাম সমিতির জন্য জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। বাকি ৬টি গ্রাম সমিতির জন্য জমি ক্রয়ের কাজ চলমান আছে। RF বাবদ গ্রহণকৃত অর্থ ১০০টি গ্রামে ৫,৮৯৩ জন সদস্যের মাঝে ঘূর্ণায়মান ঋণ হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

লালমনিরহাট জেলার অগ্রগতির উপর উপস্থাপনায় জেলা ব্যবস্থাপক উল্লেখ করেন, অফিস ঘর নির্মাণের জন্য ১৫০টি গ্রাম সমিতির মধ্যে তার জেলায় ১৪৬টি গ্রাম সমিতির জমি ক্রয় করা হয়েছে। বাকি ৪টি গ্রাম সমিতির জন্য জমি খোঁজা হচ্ছে। তিনি বলেন, RF-এর ২য় কিস্তি প্রাপ্তির জন্য সদস্য কভারেজ ৬০% এর পরিবর্তে ৪০% করা গেলে Midterm Review এর পূর্বে লক্ষিত সদস্যের আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড থেকে কমপক্ষে ৩০% আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হতো। এ বিষয়ে তিনি এসডিএফ এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তার উপস্থাপনা শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, প্রতিটি আইজিএ, ফার্মে গবাদিপশুর সংখ্যা, চাষকৃত জমির পরিমান ইত্যাদি তথ্য সবসময় হালনাগাদ রাখা দরকার। এজন্য আইজিএ সমূহের এবং ফার্মের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে। সদস্যদের ঋণ প্রদানের পূর্বে উক্ত আইজিএ-এর ছবি ও সদস্যের বেইজলাইন তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

সভায় নীলফামারী জেলা ব্যবস্থাপক বলেন, তার জেলায় ১২৫টি গ্রাম সমিতির মধ্যে অফিস ঘর নির্মাণের জন্য মোট ১১৮টি গ্রাম সমিতির জমি ক্রয় করা হয়েছে। ৬,১৩৮ জন সদস্যের মাঝে আরএফ ঋণ বিতরণ শেষ হয়েছে। সদস্যরা যাতে ঋণের অর্থ সঠিক আইজিএ - তে বিনিয়োগ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

কুড়িগ্রাম জেলা ব্যবস্থাপক সদস্য অন্তর্ভুক্তির হার, সঞ্চয়ের পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ ঋণ, IDF, RF, CWF এর প্রাপ্তি ও ব্যবহার, অফিস ঘর নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়, অফিস ঘর নির্মাণের অগ্রগতি তুলে ধরেন। উপস্থাপনা শেষে সভাপতি প্রতিটি গ্রামে ফ্লাগশীপ প্রকল্প করার বিষয় বিবেচনা করা এবং উৎপাদনকারী দলের কার্যক্রমের উপর সাইন বোর্ড ব্যবহার করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ বিষয়ক আলোচনায় মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় লাইভলিহুড কনসালটেন্ট কে প্রয়োজনে প্রশিক্ষণের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণার পরামর্শ প্রদান করেন।

দিনাজপুর জেলার জেলা ব্যবস্থাপক বলেন, পার্বতীপুর উপজেলায় জমির মূল্য কিছুটা বেশি হওয়ায় এখানে জমি ক্রয়ে বিলম্ব হচ্ছে। অন্যান্য উপজেলায় জমির মূল্য কিছুটা কম তাই এসব উপজেলায় জমি ক্রয় করতে তার তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, যেসব জায়গায় জমির মূল্য কম সেখানে দ্রুত জমি ক্রয়ের উদ্যোগ নিতে হবে। তিনি গ্রাম সমিতির অফিস ঘরের অবকাঠামোর কাজ যাতে গুনগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করা হয় সে বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

রংপুর রিজিওনের আঞ্চলিক পরিচালক তার রিজিওনের কাজের অগ্রগতির ওপর একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন। তার উপস্থাপনায় তিনি ফটোকপির মেশিন, ল্যাপটপ, স্ক্যানার, প্রিন্টার, প্রয়োজনীয় অফিস আসবাবপত্র, মোটরসাইকেল ইত্যাদির স্বল্পতার বিষয়ে উত্থাপন করেন। তিনি তার রিজিওনে সময়মত জনবল নিয়োগ প্রদান না করার কারণে প্রকল্পের কাজে অসুবিধার কথা সভায় উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় বলেন, রংপুর একসময় মঙ্গা পীড়িত এলাকা হিসাবে পরিচিত ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় একসময় কিছুই হতো না। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে রংপুরে মঙ্গা দূর হয়েছে এবং তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় এখন ফসলের সমাহার।

এ পর্যায়ে বরিশাল রিজিওনের অন্তর্গত বরিশাল জেলা ব্যবস্থাপক, পটুয়াখালী জেলা ব্যবস্থাপক এবং পিরোজপুর জেলা ব্যবস্থাপকগণ তাদের উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, বিভিন্ন গ্রামে জিএস অফিস ঘরের জন্য জমি ক্রয়ে মিউটেশন সমস্যা, জমির অপ্রাপ্যতা এবং জমি পাওয়া গেলেও বেশির ভাগ গ্রামেই কোন রাস্তা নেই। পটুয়াখালী জেলা ব্যবস্থাপক আরো বলেন, জেলার ৪টি উপজেলার মধ্যে কলাপাড়া উপজেলায় জমি কেউ বিক্রি করতে চায় না। তাই কলাপাড়া উপজেলায় জমি ক্রয়ে অসুবিধা হচ্ছে। সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জিএস অফিস তৈরির ক্ষেত্রে সাইক্লোন সেন্টারের মতো ব্যবস্থা রেখে অফিস ঘর নির্মাণ করা যায় কিনা তা যাচাই করে দেখার বিষয়ে মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উৎপাদনকারী দলের বিষয়ে বলেন, উৎপাদনকারী দলের সদস্যদের ১০০% গণতান্ত্রিক (অংশগ্রহণমূলক) পদ্ধতিতে সকল সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যারা সমবায়ে বিশ্বাসী তাদের উৎপাদনকারী দলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারা যে ব্যবসা করবে তা যেন লাভজনক হয়। উৎপাদনকারী দল গঠনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এসব দলে সম্পূর্ণ অনুদানের অর্থ একবারে না দিয়ে আংশিকভাবে দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, যেগুলো উৎপাদনকারী দল CARE তহবিলের জন্য আবেদন করেছে কিন্তু লাভজনক, কার্যকর ও স্থায়ী হবে না সেগুলোতে এখন অর্থ ছাড়করণ যৌক্তিক হবে না।

বরিশাল রিজিওনের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা শেষে গ্রাম উন্নয়ন তহবিল (ভিডিএফ) এর অন্তর্ভুক্ত IDF, RF ও CWF এর টাকা অব্যবহৃত থাকলে তা অন্য ফান্ডে স্থানান্তর করে কাজ করার যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন যেহেতু এসডিএফ হতে টাকা গ্রাম সমিতিসমূহে স্থানান্তরের পর এই টাকা গ্রাম সমিতির তহবিলের অংশ হয়ে যায়। তাই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রাম সমিতি হতে গৃহীত হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার জেলা ব্যবস্থাপক উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন, ডিসেম্বর ২৩ পর্যন্ত মোট ১২৮টি জিএস অফিস ঘরের জন্য জমি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১০টি গ্রাম সমিতির জন্য জমি ক্রয় বাকি আছে। তিনি চলতি মাসে বাকি জমি ক্রয় করতে সক্ষম হবেন বলে সভায় আশস্ত করেন।

নওগাঁ জেলা ব্যবস্থাপক বলেন, তার জেলায় ১৫০টি জিএস অফিস ঘর নির্মাণের জন্য এ পর্যন্ত ১১৭টি জমি ক্রয় করা হয়েছে। নওগাঁ জেলায় CPSP প্রকল্পে প্রায় ২৯.০ লক্ষ টাকা বকেয়া পড়েছে যা উক্ত প্রকল্পের জন্য এক ধরণের ঝুঁকি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে দেখা করে বিষয়টি অবহিত করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সভাপতি জেলা ব্যবস্থাপক কে নির্দেশ প্রদান করেন।

ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার জেলা ব্যবস্থাপকগণ তাদের উপস্থাপনায় সদস্য অন্তর্ভুক্তির হার, সঞ্চয়ের পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ ঋণ, IDF, RF, CWF এর প্রাপ্তি ও ব্যবহার, অফিস ঘর নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়, অফিস ঘর নির্মাণের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তাদের আলোচনায় তারা উভয় জানান, তাদের জেলায় মেয়ে যুবদের কোন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে পাঠানো যাচ্ছে না। অভিভাবকরা মেয়েদের কোন প্রশিক্ষণে পাঠাতে রাজি হয় না। এছাড়াও, বিভিন্ন সংস্থায় ট্রেডভিত্তিক Youth Skill Development প্রশিক্ষণ শেষে যুবদের চাকরি হলেও বেতন খুবই সামান্য হওয়ায় কিছুদিন চাকরি করার পর প্রায় সকল যুব চাকরি ছেড়ে চলে আসছে। তাই বর্তমান ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলা থেকে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণে যুবদের পাঠাতে সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় আগামী জানুয়ারি ২০২৪ মাসে যেসব সংস্থার সাথে Youth Skill Development and Job Placement নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেসব সংস্থাদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করার জন্য পরিচালক (অপারেশন্স) কে নির্দেশ প্রদান করেন।

খুলনা জেলা ব্যবস্থাপক তার উপস্থাপনায় বলেন, তার জেলার মধ্যে পাইকগাছা উপজেলায় জিএস অফিস ঘরের জন্য জমি ক্রয় সম্ভব হলেও ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা বাণিজ্যিক এলাকা হওয়ায় জমির মূল্য অত্যধিক বেশি এবং সহজলভ্য হচ্ছে না। তাই জিএস অফিস ঘর নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়ে এই দুই উপজেলায় তাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এ পর্যায়ে ময়মনসিংহ রিজিওনের অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলা ব্যবস্থাপক, কিশোরগঞ্জ জেলা ব্যবস্থাপক, নেত্রকোনা জেলা ব্যবস্থাপক এবং শেরপুর জেলা ব্যবস্থাপকগণ তাদের উপস্থাপনায় সদস্য অন্তর্ভুক্তির হার, সঞ্চয়ের পরিমাণ, অভ্যন্তরীণ ঋণ, IDF, RF, CWF এর প্রাপ্তি ও ব্যবহার, অফিস ঘর নির্মাণের জন্য জমি ক্রয়, অফিস ঘর নির্মাণের অগ্রগতি তুলে ধরেন। সভায় জেলা ব্যবস্থাপকগণের উপস্থাপনায় জানা যায়, গ্রাম সমিতির অফিস ঘর নির্মাণের জন্য ময়মনসিংহ জেলায় ১২৫টি গ্রাম সমিতি, কিশোরগঞ্জ জেলায় ১৪১টি গ্রাম সমিতি, নেত্রকোনা জেলায় ১৬৮টি গ্রাম সমিতি এবং শেরপুর জেলায় ১৩৫টি গ্রাম সমিতি তাদের প্রয়োজনীয় জমি ক্রয় সম্পন্ন করেছে। RF বাবদ গ্রহণকৃত গ্রামসমূহে প্রায় শতভাগ অর্থ সদস্যদের মাঝে ঘূর্ণায়নমান ঋণ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। চেয়ারপার্সন মহোদয় বলেন, শেরপুর জেলায় অনেক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। তাদের বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শেরপুর জেলা একটি অবহেলিত, প্রান্তিক জেলা হওয়ায় অধিক সংখ্যক যুবদের প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

পরিচালক (অপারেশন্স) প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে আরো দায়িত্বশীল হয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন যাতে করে বিশ্বব্যাংকের গত Implementation Support Mission (ISM) কর্তৃক প্রদত্ত Agreed Action ও Result Framework (RF)-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায়।

সভাপতি বলেন, এসডিএফ একটি প্রকল্পভিত্তিক প্রতিষ্ঠান। তাই প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ গুনগতমান বজায় রেখে সঠিক সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। তিনি উৎপাদনকারী দলের বিষয়ে পুনরায় বলেন, ইচ্ছে করলে আমরা অনেক উৎপাদনকারী দল গঠন করতে পারি। কিন্তু সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে উৎপাদনকারী দলে তহবিল ছাড়করণ করা উচিত যাতে প্রকৃতপক্ষে দলের সদস্যরা এই অনুদানের অর্থ সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। তিনি আরো বলেন, সামনে জানুয়ারি ২০২৪ মাসে বিশ্ব ব্যাংকের মিশন অনুষ্ঠিত হবে। এই মিশনে আমাদের কাজের মান ও রেটিং Highly Satisfactory Level-এ নিয়ে আসার জন্য এখন হতে আন্তরিকতার সাথে সঠিক ভাবে সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। আগামী বছরের জুন মাসে Midterm Review হবে। এই Midterm Review, এসডিএফ-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই Midterm Review কে সামনে রেখে Action Plan অনুযায়ী সকলকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

মাননীয় চেয়ারপার্সন মহোদয় তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন, সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে Missionary attitude নিয়ে কাজ করতে হবে। কোন কাজের শুরুতে বা শেষে নিজে নিজেকে প্রশ্ন করা দরকার আমি এই কাজে খুশি কিনা? প্রতিদিন নিজের কাজের হিসাব নিজেকেই করতে হবে। কোন কাজ বাস্তবায়নে Coordination খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এতেই অনেক কাজ সহজ হয়ে যায়। কোন কাজ বাস্তবায়নে সঠিক পরিকল্পনা, ভিশন, চেষ্টা ও উদ্যোগ থাকতে হবে। পরিশেষে এই বিজয়ের মাসে মহান বিজয় দিবসে এসডিএফ - এর প্রত্যেক অফিসে সঠিক ও সুন্দরভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

সভার সিদ্ধান্তসমূহ:

১. Sexual Exploitation & Abuse, Sexual Harassment সংক্রান্ত ইতোমধ্যে জারিকৃত পরিপত্রের অনুশাসন মাঠ ও প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মেনে চলতে হবে।

২. গ্রাম সমিতি অফিসের জমি সংক্রান্ত Mutation সমস্যা বিদ্যমান থাকলে তা ব্যবস্থাপনা পরিচালককে অবহিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে উক্ত সমস্যার দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. যেসব জায়গায় জমির মূল্য কম সেখানে বাজেটের মধ্যে দ্রুত জমি ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৪. মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন শূণ্য পদের বিপরীতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা বা পদায়ন বা নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শূন্য পদ পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৫. বিশ্বব্যাংকের গত Implementation Support Mission (ISM) কর্তৃক প্রদত্ত Agreed Action অনুযায়ী কমপক্ষে ৪০০টি গ্রাম সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ করার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত ১৪৪টি অফিস ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। অত্র ডিসেম্বর ২৩ এর মধ্যে সিডব্লিউএফ অফিস ঘর এর জন্য ২য় কিস্তি গ্রহণপূর্বক কমপক্ষে ৪০০টি গ্রাম সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ সম্পন্ন করতে হবে।

৬. প্রতিটি আইজিএ, ফার্মে গবাদিপশুর সংখ্যা, চাষকৃত জমির পরিমান ইত্যাদি তথ্য সবসময় হালনাগাদ রাখতে হবে। এজন্য আইজিএ সমূহের এবং ফার্মের ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।

৭. মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শুরুর অন্তত ১৫ দিন আগে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৮. সাইক্লোন প্রবণ এলাকায় জিএস অফিস তৈরির ক্ষেত্রে সাইক্লোন সেন্টারের মতো ব্যবস্থা রেখে অফিস ঘর নির্মাণ করার জন্য বিল্ডিং-এর ডিজাইনে পরিবর্তন আনতে হবে।

৯. সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করে উৎপাদনকারী দলে তহবিল ছাড়করণ করতে হবে। উৎপাদনকারী দলে সম্পূর্ণ অনুদানের অর্থ একবারে না দিয়ে আংশিকভাবে দেওয়া যেতে পারে। যে সকল উৎপাদনকারী দল CARE তহবিলের জন্য আবেদন করেছে সেগুলো লাভজনক এবং কার্যকর ও স্থায়ী হবে কিনা, তা যথাযথভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

১০. আগামী জানুয়ারি ২০২৪ মাসে যেসব সংস্থার সাথে Youth Skill Development and Job Placement নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেসব সংস্থাকে নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

১১. সদস্যদের গাভীর ফার্মের দুধ বিক্রি না হলে সাময়িক চিলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অব্যবহৃত গোবর থেকে কম্পোষ্ট সার তৈরি এবং বায়োগ্যাস তৈরি করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নের সক্ষমতার বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার এসডিএফ কে CPSP এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন করছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে এসডিএফ-এ কর্মরত সকল কর্মকর্তাদের সহযোগিতা করতে হবে। তাই সকল আঞ্চলিক পরিচালক, জেলা ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্টদের CPSP এর কাজ তদারকি করতে হবে।

১৩. SIPP-2 ও NJLIP প্রকল্পসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক, জেলা ব্যবস্থাপকগণ কে প্রতিনিয়ত তদারকি করতে হবে।

১৪. জানুয়ারি ২০২৪ মাসে বিশ্বব্যাংকের Mission এবং জুন ২০২৪ মাসে Midterm Review কে সামনে রেখে Action Plan অনুযায়ী প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমসমূহ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ড. অমিতাভ সরকার)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এসডিএফ।